সংবাদ

তারিখ 12 AUG 2007
পৃঃ ১০ কলাম ২

বিজয়নগরের বধির হাইস্কুল

আলাদা সিলেবাস দাবি ছাত্র-শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষের অভাবসহ বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে চলছে বিজয়নগরের শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের স্কুলটি। এছাড়া সাধারণ সিলেবাস অনুযায়ী শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া করতে এবং এসএসসি পরীক্ষায় সাধারণদের সঙ্গে অবতীর্ণ হতে হয়। তাদের মূল্যায়ন হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতো। কিন্তু শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শিক্ষকরা মনে করেন, তাদের জন্য পৃথক সিলেবাস করে কারিগরি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

ঢাকার বিজয় নগরে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের স্কুলটি বাংলাদেশে তাদের একমাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের শিক্ষা দেয়া হয় এই স্কুলটিতে। স্কুলটি সরজমিনে দেখা যায়, টিনশেড ভবনে ছোট ছোট কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। টোটাল কমিউনিকেশন পদ্ধতিতে তাদের শিক্ষা দিতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষা দিতে শিক্ষক সংখ্যায় রয়েছে অপ্রতুলতা। শ্রেণী কক্ষে যতজন বসার কথা বসতে হয় বেশি। ফলে পাঠদানে ও পাঠ গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাদের পড়ালেখার সুবিধার জন্য সাউন্ডপ্রুফ কক্ষ প্রয়োজন। প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ের লোকজন তাদের স্কুলে এসে সহানুভূতি দেখিয়ে যান; কিন্তু চলে যাওয়ার পর তাদের প্রতিশ্রুতি আর কার্যকর হয় না।

শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের প্রতি সরকারের বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে জানান শিক্ষকরা। তারা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরস্কার অর্জনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। কারিগরি বিষয়ে তারা খুব দক্ষ। এই স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তাদের সেলাই বা চিত্রাঙ্কন শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

২০০৮ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা জানায়, সিলেবাসটা তাদের উপযোগী নয়। তাদের জন্য সিলেবাসে সাধারণ পাঠ কমিয়ে কারিগরি পাঠ বাড়ানোর বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন বলে তারা মনে করে। ৯ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, এসএসসি পরীক্ষার আসন পড়ে সাধারণদের সঙ্গে। এতে তারা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে বসে পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এ স্কুলে আসে। ঢাকার আশপাশ থেকে এ অনেকে আসে। যাতায়াতের জন্য তাদের গাড়ি প্রয়োজন বলে জানায় শিক্ষার্থীরা।